সবই কি ডালিয়ার অভিনয়?

হিফজুর রহমান

মালাকরহীন কাননে ডালিয়া নিলাঞ্জনা - ১৯

আগের সংখ্যাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন

[প্রিয় পাঠক, অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিনই এই উপন্যাসটা লিখতে পারিনি সেকথা আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন নানাভাবে। আপনাদের বিস্মৃতির অন্তরালেই চলে গেল নাকি এই উপন্যাসটা সেটা ভেবেই আমারো দুশ্চিন্তা। আর সেজন্যেই আমাকে ক্ষমা করে আগের ক'টি পর্ব পড়ে নিলে হয়তো আর অসুবিধে হবেনা। এটুকু কষ্ট আপনারা নিশ্চয়ই করবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। - লেখক।]

অবাক চোখে দেবাশীষ চেয়ে থাকে ওয়ার্ডরোবটার ডান দরজার ভেতর দিকের গায়ে। দেবাশীষ নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেনা। বেশ ক'টা ছবি ওখানে সাঁটানো অত্যন্ত যত্নের সাথে। মাঝখানে ডালিয়ার স্বামী চৌধুরীর একটা ফোর আর ছবি। তার চারপাশে ছোট ছোট করে ডালিয়ার নিজের, তার বাবা-মায়ের, মেয়ের, বোনের সবার ছবি অত্যন্ত যত্ন করে সাঁটানো। ছবি থাকাতে কোন বিস্ময় নেই দেবাশীষের মনে। তবে ভঙ্গীটাই অবাক করছে ওকে। ছবি লাগানোর প্যাটার্নটাই বলে দিচ্ছে চৌধুরীর অবস্থান এখনো কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ডালিয়ার জীবনে। সেখানে ওর স্থান কোথায়? তাহলে এই ক'দিন সিডনীর রঙ্গমঞ্চে ওকে নিয়ে ডালিয়া যে হাসি খেলার নাটক মঞ্চস্থ করলো এবং করে যাচ্ছে, সেটা তাহলে কি? সবই কি ডালিয়ার অভিনয়, নাকি তাতে বাস্তবতাও কিছু আছে? তার স্বামীর কথা এই ক'দিনে দেবাশীষ একবারো তোলেনি। তবে ডালিয়া ওকে কথায় কথায় জানিয়েছে, চৌধুরীর ঘরে ফিরে যাবার পর ওর জীবন একেবারেই নরকে পরিণত হয়ে যাওয়ায় ও বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়েছে। কারণ, তখন আর সে দেবাশীষকেও ডাকতে পারছিলনা তার জীবনে। কিন্তু, সিডনীতে আসার পর তার মনে হয়েছে দেবাশীষকে ছাড়া তার জীবন অচল। আর তাই ও দেবাশীসকে টেনে এনেছে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সব কিছুর সমাধান আনার জন্যে। কিন্তু, বেশ ক'দিনই হয়ে গেল ওর আসার পর। কিন্তু, এখনো ডালিয়া তাদের সম্পর্কের বিষয়ে কোন কথা বলছেনা। এর মধ্যে কয়েকদিন চৌধুরীর ফোন এসেছিল। কি কথা হয়েছে সেটা দেবাশীষ জানেনা। কারণ, চৌধুরীর ফোন এসেছে বোঝা মাত্র সে ডালিয়ার ঘরের লাগোয়া সামনের ব্যালকনিতে চলে যায় ডালিয়ার নিষেধ সত্ত্বেও। কারণ, অন্যের টেলিকন শোনার রুচি ওর নেই। তাছাড়া, ডালিয়া আর ওর স্বামীর মধ্যে কি কথা হয় সেটা শোনা ওর মতে একেবারেই অভব্যতার পর্যায়েই পড়ে। কারণ, শারিরীকভাবে না হোক, সম্পর্কেতো ওরা এখনো স্বামী-স্ত্রী। তাই ওদের সম্পর্ক এখন কি পর্যায়ে আছে সে সম্পর্কে দেবাশীষের কোন ধারনাই নেই। তার ওপর আজ ওয়র্ডরোবের দরোজার এই দৃশ্য।

মাথাটা একটু টলে উঠতেই সম্বিত ফিরে পেলো দেবাশীষ। তাড়াতাড়ি ওয়র্ডরোবটার দরোজা দু'টো সযতনে লাগিয়ে দিল ও। একটু লজ্জাই পেলো, যেন কারো গোপনীয়তায় হাত দিয়ে ফেলেছে সে একেবারেই অজান্তে। ধীরে ধীরে ফিরে এলো ও বিছানায়। কিছুই ভাবতে পারছেনা যেন ও এখন। মাথাটা যন্ত্রনায় ছিঁড়ে যাচ্ছে একেবারে। জ্বরটাও নিশ্চয়ই বেড়ে গেছে অনেক। সারা শরীর দিয়ে যেন উত্তাপ বেরোচ্ছে এখন। এইসময়ে আবার জ্বর এসে আরেক বিড়ম্বনায়ই পড়ে গেল। অবশ্য বিধাতা যা করেন মঙ্গলের জন্যেই নকি করেন। জ্বর না এলেতো সে কোনদিনই ডালিয়ার ওয়র্ডরোবে হাত দিতোনা। কারণ, প্রথম দিন থেকেই ডালিয়া ওর কাপড়-চোপড় পাশের অর্থ্যাৎ ওর অনুপস্থিত বান্ধবীর ঘরেই রেখে আসছে। কিন্তু, বিদেশ-বিভুঁইয়ে ডাক্তার-ওষুধপত্র সবই রাজ্যে ঝক্কির ব্যাপার। সব কিছুর জন্যেই এখন ওকে ডালিয়ার ওপরেই নির্ভর করতে হবে। কারণ, ওর কোন বন্ধু-বান্ধবের সাথে ডালিয়া কোনরকম যোগাযোগই করতে দেয়নি একেবারে প্রথম থেকেই। করতে চাইলে ও সবসময় বলেছে, "না, তোমার এবারের পুরো সময়টাই কেবলই আমার।" তবে, ডালিয়া কাজে চলে গেলে ওকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত অন্ততঃ একাই ঘরে বসে থাকতে হয়। দু'একদিন দেবাশীষ একা একা বেরিয়েছে। কিন্তু, এখন সেও চরম সাবধানতা অবলম্বন করছে, যাতে করে বাংলাদেশের পরিচিত কেউ ওকে দেখে না ফেলে। কারণ, ও কোথায় উঠেছে সেটা কাউকেই এখন সে আর বলতে পারবেনা। তাছাড়া মিথ্যা কথা বলার অভ্যেস ওর মোটও নেই। ও সারাটা জীবন সত্যের মুখোমুখি হয়েছে সাহসিকতার সাথেই। কিন্তু,ডালিয়ার সবরকম গোপনীয়তা রক্ষার প্রচেষ্টার সাথে সাথে এখন ওর মধ্যেও একটা অপরাধবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এখন আর সিডনীর কাউকে মুখ দেখাবার উপায় নেই যেন ওর।

মাথার ব্যথাটা ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। একবার ভাবলো, নিজেই বেরিয়ে গিয়ে কোন ডাক্তার দেখাবে কি না। ম্যারিকভিল স্টেশন থেকে ওয়ারেন রোড আসার পথেই একটা ড্রাগ স্টোরের পাশেই একজন

ডাক্তারের চেম্বার দেখেছিল যেন। নামটা দেখে মনে হয়েছিল মিশর বা মধ্যপ্রাচ্যের আর কোন দেশের হবেন উনি। লেবানীজ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কারণ, সিডনীতে একটা বড়োসড়ো লেবানীজ জনগোষ্ঠী রয়েছে। ওদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজ করলেও ছিনতাইকারী সহ অনেক ধরনের অপরাধীই আছে ওদের মধ্যে। লা কেম্বার একটা পাশে ওদের বেশ শক্ত ঘাঁটি। যেমন ক্যাবরামাটায় আছে ভিয়েতনামীদের শক্ত আবাস। সিডনীর পুলিশও ক্যাবরামাটার ঘটনাবলীতে সহজে নাক গলায়না।

কিসব ছাইপাঁশ ভাবছে ও। কোথায় ভাববে ডাক্তার দেখানোর কথা, তা না করে ও এইসব উল্টোপাল্টা চিন্তা করছে। লেবানীজ-ভিয়েতনামীরা গোল্লায় যাক। এখন ও কি করবে সেটাই কথা। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল, দেখা যাক কি হয়। ডালিয়া আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর এর মধ্যে ডালিয়া ফোন করলে ওকে ক'টা অ্যাসপিরিন নিয়ে আসতে বলবে। একমাত্র এই ওষুধটাই পাশ্চাত্যে কোন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অফ দ্য শেলফ বিক্রি হয়। অ্যাসপিরিন বা দেশের ডিসপ্রিন খেলেই জ্বর সেরে যাবে। এমনটা ওর বহুবার হয়েছে এবং গরম পানি ও লেবু আর ডিসপ্রিন খেলেই সেরে যায়। এটা মনে পড়ে যাওয়ায় ভালোই হলো। কোনরকমে হাঁচড়ে-পাচড়ে উঠে পড়লো ও। কিচেনে গিয়ে একটা অস্ট্রেলিয়ান লেমন বের করলো ও। প্রায় বাংলাদেশের কমলার সাইজ একেকটার। তবে দেশের এলাচ লেবু বা কাগজি লেবুর স্বাদ এটায় পাওয়া যাবে কোত্থেকে! কি আর করা। দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাতে হবে আর কি! একটা লেমনের অর্ধেকটা চার টুকরো করে ফেললো ও রস বের করার জন্যে। আর বাকি অর্ধেক দিয়ে কয়েকটা স্লাইস করে ফেললো। সিঙ্ক-এর ট্যাপ থেকে ধোঁয়া ওঠা গরম পানি গ্লাসে নিয়ে তাতে একটু লবন আর দুই টুকরো লেবুর রস মিশিয়ে আস্তে আস্তে পেটে চালান করে দিল। তারপর একটা গ্লাসের প্রায় অর্ধেকটা ড্রাই জিন দিয়ে ভর্তি করে তাতে একটু লেমনেড মিশিয়ে তাতে কয়েক স্লাইস লেমন ফেলে গ্লাসটা নিয়ে আপাতঃ শয়নকক্ষে এসে বিছানায় হেলান দিয়ে সতরঞ্চির ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে বসলো। জিনটা নিল কেবল ওটা গলায় ঢেলে দিয়ে ঘোরের মধ্যে পড়ে থাকার জন্যে। আপাততঃ জ্বরের চিকিৎসা এটাই ভেবেছে ও।

কিছুক্ষনের মধ্যেই ঘোরের মধ্যে পড়ে গেল ও। জ্বরের প্রচাপ আর তেমনটা বোধ করছেনা ও। তাছাড়া আর অন্য কোন ভাবনাও ওর মাথায় এসে বাসা বাঁধতে পারছেনা এখন। আরেকটা জিন পান করার পর আর কোন বোধই থাকলোনা ওর। কোনরকমে বিছানায় শরীরটা তুলে জিনের কাছেই আত্মসমর্পন করলো ও একসময়।

ঘোরের মধ্যেই যেন দেবাশীষের মনে হচ্ছিলো দুরে কোথাও টেলিফোন বাজছে। ও ভাবলো একবার ওর বাসার ফোনটার রিঙ্গারতো এমন নয়! তাহলে আর কারো বাসার হবে। কিন্তু, বড়োই বিরক্ত করছে ফোনটা। ওকে যেন শান্তিতে ঘুমোতে দেবেওনা। বাধ্য হয়ে চোখটা মেললো ও কোনরকমে। এবার ইহজগতে ফিরে এলো ও। ডালিয়ার ফোনটাই বাজছে। একবার ভাবলো, কার না কার ফোন ধরে আবার বিড়ম্বনায় পড়ার দরকার নেই। টেলিফোনের চিৎকার থেমে গেল। ঘড়ি দেখলো, যাঃ বাবা দুপুর দুটো বেজে গেছে এর মধ্যেই। নাঃ জিনটা ভালোই কাজ করেছে। তবে,জ্বরের তাতে কোন প্রকার উপকার হয়েছে বলে মনে হচ্ছেনা। মাথা আর শরীরের ব্যথাটা কমেনি মোটেও। শরীরের উত্তাপও যথেষ্ঠ মনে হচ্ছে। আবারো ফোনটা বাজতে শুরু করলো। এবার ফোনটা ধরলো ও। চুপচাপ কানে লাগালো রিসিভারটা, ডালিয়া যেমনটা শিখিয়ে দিয়েছিল। ডালিয়া ছাড়া অন্য কেউ হলে রিসিভারটা আবার নামিয়ে রাখতে হবে। রিসিভারটা কানে লাগাতেই ডালিয়ার উদ্বেগাকুল কণ্ঠ তারে ভেসে এলো, 'দেব, কোথায় ছিলে তুমি? ফোন ধরলেনা যে?'

'ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম,' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল দেবাশীষ। ডালিয়ার উদ্বেগাকুল কণ্ঠ শোনা মাত্রই ওর মাথায় আবার ওয়ার্ডরোবের ছবিগুলো ফিরে এসেছে।

'দুপুরে কিছু খাওনি?' আবার ডালিয়ার প্রশ্ন।

'না।'

'কেন?' আবারো প্রশ্ন করলো ডালিয়া, 'সকালে নাশতা করেছো তো?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দেবাশীষের আবার।

ডালিয়া আবার প্রশ্ন করলো, 'তোমার জ্বরটা কেমন এখন? খুব খারাপ লাগছে?'

দেবাশীষ বললো, 'নাঃ ঠিকই আছি। একটু মাথায় ব্যথা আছে। পারলে আসার সময় ড্রাগস্টোর থেকে ক'টা অ্যাসপিরিন নিয়ে এসো।'

'ঠিক আছে, দেব। আমি সাড়ে তিনটার মধ্যেই চলে আসবো।'

ফোনটা আস্তে করে নামিয়ে রাখলো দেবাশীষ। আরো দেড় ঘন্টা বাকি ডালিয়ার আসতে। একটু দেরিও হতে পারে, সার্কুলার কী'তে ঠিকমতো ট্রেন না পেলে। ডালিয়ার কণ্ঠের উদ্বেগ কতোটুকু সত্য, এই প্রশ্নটাই

দেবাশীষের মাথায় ঠেলে উঠলো। কিন্তু, সেটা যাতে জেঁকে না বসে সেজন্যে আবারো জিনের দ্বারস্থ হলো দেবাশীষ।

কপালে কার হাত পড়তেই সজাগ হয়ে উঠলো দেবাশীষ। চোখ মেলে দেখলো ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে ডালিয়া। ওর চেহারায় রাজ্যের উৎকণ্ঠা।প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো ও, 'অনেক জ্বর তোমার দেব, অনেক জ্বর।' *(চলবে)*

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ১৮/০৭/২০০৭